জাতীয় কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ সেবা বুলেটিন

৩১ জুলাই ২০১৯ (বুধবার)

[**সময়কালঃ** ৩১.০৭.২০১৯–০৪.০৮.২০১৯]

ডিসক্লেইমার

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামুলকভাবে জাতীয় পর্যায়ে এবং ৬৪ টি জেলায় প্রেরণের লক্ষ্যে কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ সেবা সম্বলিত বুলেটিন তৈরী করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলো।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ ফারহানা হক, সবুজ রায়
ই-মেইলঃ pdamisdp@dae.gov.bd
ফোনঃ ০২-৫৫০২৮৪১৪, ০২-৫৫০২৮৪১৮

মূখ্য কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক পরামর্শ

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের উপর মোটামুটি সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে তা মাঝারী অবস্থায় বিরাজমান রয়েছে। খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় আস্থায়ী দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরণের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে মাঝারী ধরণের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের মধ্যমেয়াদী পূর্বাভাস অনুযায়ী বেশ কয়েকটি জেলায় আগামী ০৪ আগস্ট ২০১৯ তারিখে প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ ছাড়া সম্প্রতি ২৮ টি জেলায় বন্যা দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পূর্বাভাস অনুযায়ী বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। গঙ্গা ব্যতীত দেশের সকল প্রধান নদ-নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে যা আগামী ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে। গঙ্গা নদীর পানি সমতল আগামী ২৪ ঘণ্টায় স্থিতিশীল থাকতে পারে।

বন্যা উপদ্রুত জেলাগুলোয় দন্ডায়মান ফসল, গবাদি পশু, হাঁসমুরগী ও মাছের জন্য নিম্নলিখিত পরামর্শসমূহ দেওয়া হলো:

১. বন্যা উপদ্রুত এলাকায় উঁচু জমিতে সম্মিলিতভাবে ধানের বীজতলা তৈরি করতে হবে। চারার জন্য স্থানীয় জাত নির্বাচন করতে হবে। আগষ্টের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে এই চারা রোপণ করতে হবে।

২. মূল জমির পানি নেমে গেলে চারা রোপণ করতে হবে। যত দ্রুত সম্ভব স্বল্প মেয়াদী জাত (ব্রি ধান-৩৩, ব্রি ধান-৩৯, ব্রি ধান-৬২, ব্রি ধান-৬৬, ব্রি ধান-৭১, ব্রি ধান-৭৫) কিংবা মধ্য মেয়াদী জাত (বিআর -২৫, ব্রি ধান-৩৪, ব্রি ধান-৩৭, ব্রি ধান-৩৮, ব্রি ধান-৪৯, ব্রি ধান-৫২, ব্রি ধান-৭০, ব্রি ধান-৭২, ব্রি ধান-৭৯, ব্রি ধান-৮০) এর বীজ নিয়ে বীজতলায় চারা তৈরি করতে পরামর্শ দেয়া হলো।

৩. আলোক অসংবেদনশীল এবং স্বল্পমেয়াদী জাত (বিনা ধান-০৭, বিনা ধান-১৬, বিনা ধান-১৭) সরাসরি বপনের পরামর্শ দেয়া হলো।

৪. পুনরায় বন্যা পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য জলমগ্নতা সহিষ্ণু জাতের ধান নির্বাচন করতে হবে (ব্রি ধান-৫১, ব্রি ধান-৫২, ব্রি ধান-৭৯, বিনা ধান-১১, বিনা ধান-১২)।

৫. পাটের জন্য জলাবদ্ধতা ক্ষতিকর, জমিতে পানি জমে থাকলে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. সবজির জমি থেকে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. বন্যার পানি সরে যাওয়ার পর আগাম শীতকালীন সবজির চাষ শুরু করুন।

৮. গবাদি পশুকে পঁচে যাওয়া ঘাস খাওয়ানো থেকে বিরত থাকুন। সবুজ ঘাস এবং ভিটামিন ও খনিজ লবন সমৃদ্ধ খাবার দিতে হবে।

৯. বন্যার কর্দমাক্ত পানির কারণে পুকুরে অক্সিজেনের স্বল্পতা দেখা দিতে পারে, তাই বাঁশ দিয়ে পুকুরের পানি নেড়ে দিতে হবে।

১০. পরির্বতিত আবহাওয়াতে হাঁস-মুরগীর ভাইরাস জনিত রোগ দেখা দিতে পারে। সেজন্য বিশুদ্ধ খাবার পানির পর্যাপ্ত ব্যবস্থা এবং খামার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। হাসঁ- মুরগীকে খনিজসমৃদ্ধ খাবার দিতে হবে।

এ ছাড়া, যে সব জেলায় বন্যা হয়নি কিন্তু হালকা থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে, সে ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পরামর্শসমূহ দেওয়া হলো:

আউশ ধান:

- উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় বিভিন্ন ধরণের রোগবালাই দেখা দিতে পারে। প্রতিরোধে সতর্ক থাকতে হবে।

- মাজরা পোকা, গল মাছি এবং সাদা ও বাদামী গাছ ফড়িং আক্রমণ করলে প্রতি হেক্টরে ৩৩ কেজি কার্বোফুরান ৩জি প্রয়োগ করুন। কাটুই পোকার আক্রমণ হলে ক্লোরোপাইরিফস বা ডাইক্লোরোভস প্রয়োগ করুন।
- মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। এটি ট্রাইকোগ্রামা ব্যবহার করে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।
- খোল পোড়া রোগ থেকে বাঁচাতে আইল ঘাসমুক্ত পরিষ্কার রাখুন।
- আউশের পাতায় ব্লাস্ট ও দাগ রোগ নিয়ন্ত্রণ করতে ১ লিটার পানিতে ২ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক স্প্রে করতে হবে।

আমন ধান:

- মূল জমিতে ২৫-৩০ দিন বয়সী চারা রোপণ করুন। চারা খুব গভীরে রোপণ করবেন না। কোন চারা নষ্ট হলে এক সপ্তাহের মধ্যে সেখানে নতুন চারা লাগান। সর্বোচ্চ কুশি পর্যায় পর্যন্ত জমিতে ৫-৭ সেমি পানি রাখুন।
- জমি আগাছামুক্ত রাখুন। চারা রোপণের ১-৩ দিনের মধ্য অনুমোদিত আগাছানাশক প্রয়োগ করুন।
- চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পর এক তৃতীয়াংশ নাইট্রোজেন সার উপরিপ্রয়োগ করুন। এই কাজ বৃষ্টিপাতের পর করতে হবে।

পাট:

- পাটের জন্য জলাবদ্ধতা ক্ষতিকর, জমিতে পানি জমে থাকলে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- বৃষ্টিপাতের সময় বালাইনাশক প্রয়োগ করা সমীচীন নয়, কাজেই পার্চিং এর ব্যবস্থা করে পাটের বিছা পোকা ও ঘোড়া পোকা নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।
- ভাল মানের আঁশ পাওয়ার জন্য ফুল আসার আগে (বপনের ১২০ দিন পর) পাট কর্তন ও রেটিং কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। নালায় পানির তাপমাত্রা রেটিং এর জন্য আদর্শ অবস্থায় রয়েছে। আগাম ও যথাসময়ে বপনকৃত দেশী পাট এই সপ্তাহে সংগ্রহ করে জমিতে ৩-৪ দিন দাঁড় করিয়ে রাখুন যাতে পাতা ঝরে যায়।

সবজি:

- সেচ ও বালাইনাশক প্রদান থেকে বিরত থাকুন। জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন। দমকা হাওয়ায় যেন ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখুন।
- কুমড়া, ঝিঙা, চিচিংগা ও শশায় লাল কুমড়া বিটল এর আক্রমণ হলে বৃষ্টিপাতের পর ১ লিটার পানিতে ১ মিলি ডাইমেক্রন অথবা রগর মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে সবজিতে শোষক পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। বৃষ্টিপাতের পর প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি ডাইমেথয়েট অথবা ১.৫ গ্রাম এসিফেট মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- টমেটো, বেগুন, মরিচ, লাউ, ঢেঁড়শ লাগান।

উদ্যান ফসল:

- বৃষ্টিপাতের পর আম বাগানের আন্ত পরিচর্যা করতে হবে।
- ডালিমের পাতা পোড়া বা লেবুর লিফ মাইনর প্রভৃতি রোগের জন্য উদ্যান ফসলে বালাই ব্যবস্থাপনা করতে হবে।
- পেয়ারা বাগানের জন্য গর্তের মাটি নিয়ে ২০-২৫ কেজি গোবর এবং ৫০ গ্রাম হেপ্টাক্লোর মিশিয়ে পুনরায় গর্ত ভরাট করুন। আম, আমলকি, জাম বাগানের জন্য গর্তের মাটি নিয়ে ৩০ কেজি গোবর, ২৫০ গ্রাম এসএসপি এবং ৫০-১০০ গ্রাম হেপ্টাক্লোর মিশিয়ে পুনরায় গর্ত ভরাট করুন।
- আম, পেয়ারা লাগানোর জন্য গর্ত তৈরি করুন।

নারকেল:

- বর্ষা মৌসুমে নারকেলের বাড রট রোগ দেখা দিলে প্রতিরোধের জন্য ম্যানকোজেব স্যাশে (৫ গ্রাম) ব্যবহার করা যেতে পারে।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে গ্যানোডার্মা রোগ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের জন্য নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন।
- রাইনোসেরস বিটল এর আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য গাছের উপরের অংশ পরিষ্কার রাখুন। এ পোকা নিয়ন্ত্রণে গাছের নীচে গর্তে থাকা বিভিন্ন পর্যায়ের পোকা সংগ্রহ করে ধ্বংস করে ফেলতে হবে।
- আর্দ্র ও জলাবদ্ধ অবস্থায় সাদা মাছি পোকার আক্রমণ দেখা দেয়। এ ক্ষেত্রে প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি নিমবিসিডিন মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- নারকেল চারা রোপণের জন্য গর্ত তৈরি করুন।

কলা:

- কলাগাছ রোপণ করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর আন্ত পরিচর্যা করতে হবে।
- ঝোড়ো হাওয়া থেকে ফসল রক্ষার জন্য খুটির ব্যবস্থা করুন।
- মৌসুমী বৃষ্টিপাতের কারণে কলায় সিগাটোকা রোগ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রতিরোধের জন্য বৃষ্টিপাতের পর ২০গ্রাম/লিটার হারে সিউডোমোনাস স্প্রে করুন, আক্রমণ বেশি হলে বৃষ্টিপাতের পর ২ মিলি হেক্সাকোনাজল অথবা ১ মিলি প্রোপিকোনাজল ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে পাতার দুই পাশে স্প্রে করুন।
- ৩ মাস বয়স হলে বৃষ্টিপাতের পর গাছ প্রতি ১২০ গ্রাম ইউরিয়া, ২০০ গ্রাম এসএসপি ও ২৭৫ গ্রাম এমওপি প্রয়োগ করুন।

দেশের বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়া পরিস্থিতি

গত ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমান (৩১ জুলাই, ২০১৯, সকাল ০৬টা পর্যন্ত) এবং ৩০ জুলাই, ২০১৯ এ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, ৩১ জুলাই, ২০১৯ এ সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা নিচে দেওয়া হলো:

বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণ-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্ব্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণ-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্ব্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা
ঢাকা	ঢাকা	১১	৩১.৬	২৭.৩	রাজশাহী	রাজশাহী	০০	৩৫.০	২৬.৭
	টাঙ্গাইল	০১	৩৪.০	২৬.০		ঈশ্বরদী	০০	৩৪.৫	২৬.৬
	ফরিদপুর	০৪	৩২.২	২৬.২		বগুড়া	০০	৩৩.০	২৭.৬
	মাদারীপুর	২৪	৩১.৫	২৫.৮		বদলগাছী	০০	৩৩.৬	২৭.০
	গোপালগঞ্জ	১০	৩১.৩	২৫.২		তাড়াশ	০৪	৩৩.৫	২৭.০
	নিক্‌লি	১৮	৩১.২	২৫.৫					
					রংপুর	রংপুর	০৬	৩৪.০	২৭.২
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	০০	৩২.৪	২৭.৪		দিনাজপুর	০৩	৩৫.৬	২৭.৫
	নেত্রকোনা	২৩	৩১.৬	২৬.৫		সৈয়দপুর	০০	৩৪.৬	২৭.৪
						তেঁতুলিয়া	০০	৩২.৫	২৬.৪
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	২৭	৩২.০	২৫.২		ডিমলা	০১	৩৪.০	২৭.৫
	সন্দ্বীপ	৬২	৩০.৭	২৩.৬		রাজারহাট	০০	৩৩.৭	২৭.০
	সীতাকুন্ড	৩২	৩২.০	২৫.০					
	রাঙ্গামাটি	২৮	৩০.৭	২৫.০	খুলনা	খুলনা	০৬	৩২.০	২৬.০
	কুমিল্লা	৪৬	২৯.৩	২৫.১		মংলা	৩৯	৩১.৫	২৫.৬
	চাঁদপুর	১৯	৩২.২	২৬.১		সাতক্ষীরা	০৪	৩২.২	২৬.০
	মাইজদীকোর্ট	৪৩	৩৩.০	২৫.৫		যশোর	০৮	৩৩.৮	২৬.৬
	ফেনী	৮৬	৩০.৬	২৪.৫		চুয়াডাঙ্গা	০০	৩২.৮	২৬.৫
	হাতিয়া	০৮	৩২.০	২৪.৯		কুমারখালী	০০	৩১.৬	২৬.৮
	কক্সবাজার	০৩	৩০.৫	২৫.০					
	কুতুবদিয়া	০৪	৩১.৪	২৪.৫	বরিশাল	বরিশাল	১৬	৩০.৮	২৫.৫
	টেকনাফ	৩১	৩১.০	২৪.৫		পটুয়াখালী	১৫	৩২.৮	২৬.৮
						খেপুপাড়া	০৬	৩২.৪	২৬.৬
সিলেট	সিলেট	সামান্য	৩৩.১	২৬.২		ভোলা	২১	৩১.৭	২৫.৪
	শ্রীমঙ্গল	১৬	৩১.৮	২৫.০					

প্রধান বৈশিষ্ট' সমূহঃ-:

- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক উজ্বল সূর্যকিরণ কালের গড় ৬.২২ ঘন্টা ছিল ।
- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক বাষ্পীভবনের গড় ৩.৫৯ মিঃ মিঃ ছিল।

সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

পূর্বাভাসঃ চট্টগ্রাম ও বরিশাল বিভাগের অধিকাংশ জায়গায়; ঢাকা ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও খুলনা বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ী দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরণের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে মাঝারী ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।

তাপমাত্রাঃ সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

সপ্তাহের শেষে (৩০ জুলাই, ২০১৯ পর্যন্ত) তাপমাত্রার স্থানিক বন্টন

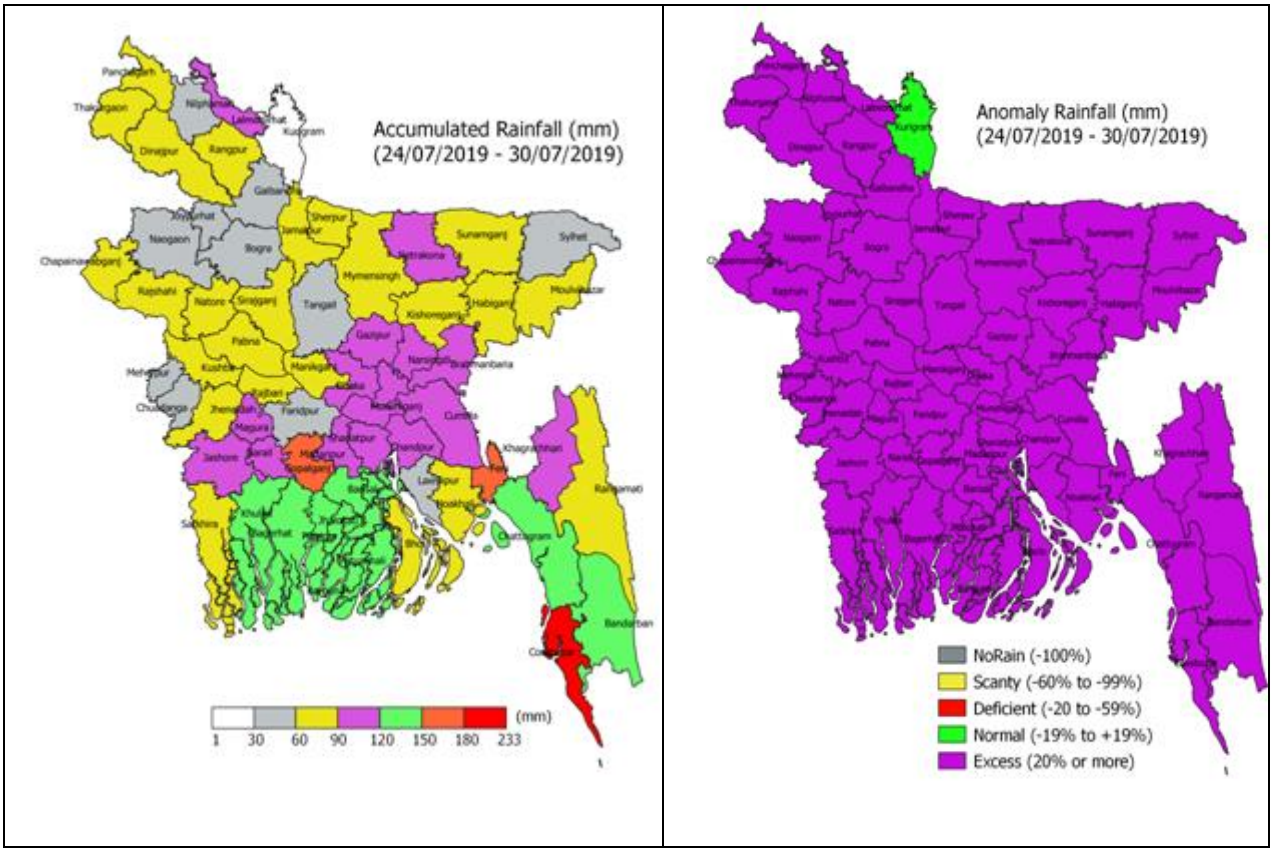

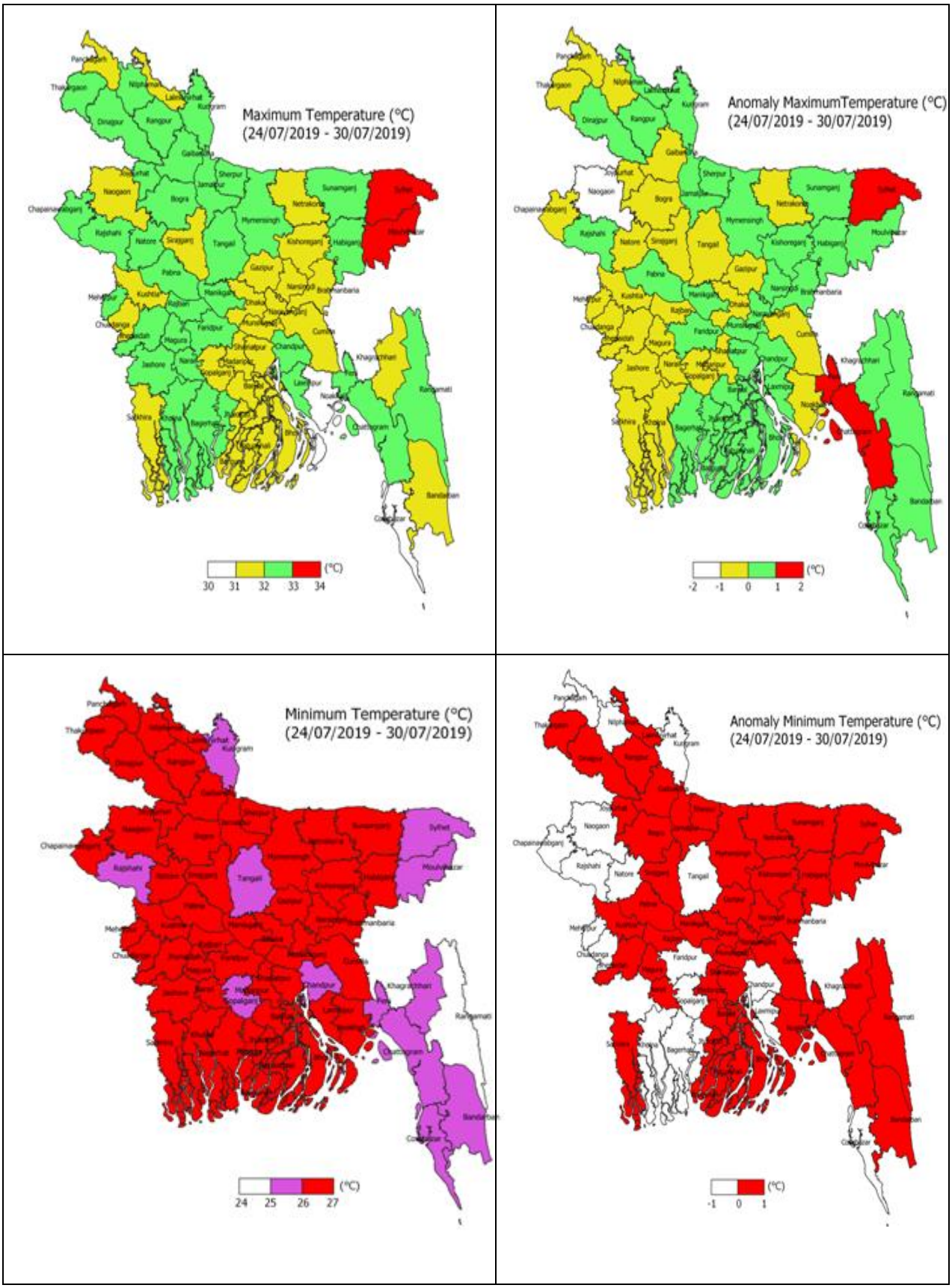
Maximum Temperature (°C)
(24/07/2019 - 30/07/2019)
(°C)
30 31 32 33 34
Anomaly MaximumTemperature (°C)
(24/07/2019 - 30/07/2019)
(°C)
-2 -1 0 1 2
Minimum Temperature (°C)
(24/07/2019 - 30/07/2019)
(°C)
24 25 26 27
Anomaly Minimum Temperature (°C)
(24/07/2019 - 30/07/2019)
(°C)
-1 0 1

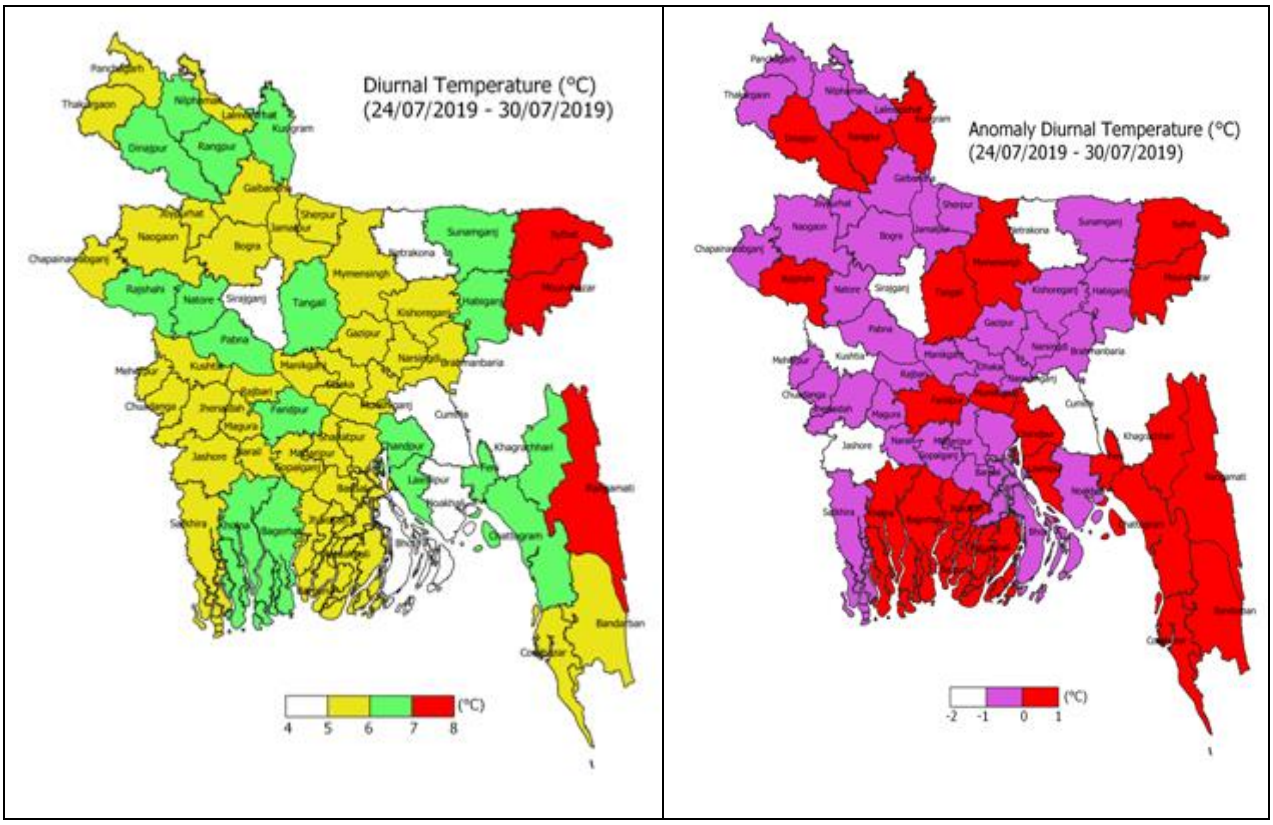
Diurnal Temperature (°C)
(24/07/2019 - 30/07/2019)
(°C)
4 5 6 7 8
Anomaly Diurnal Temperature (°C)
(24/07/2019 - 30/07/2019)
(°C)
-2 -1 0 1

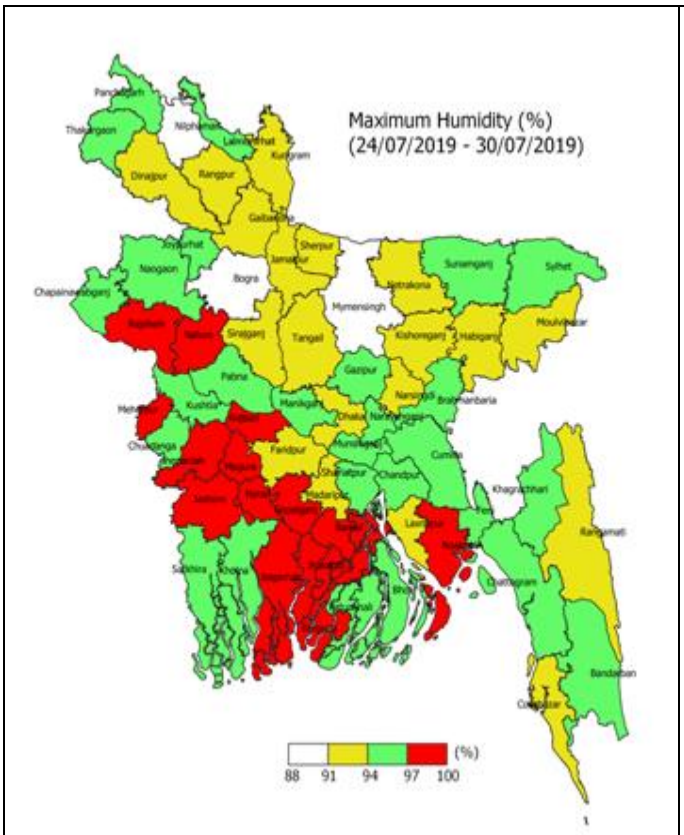
Maximum Humidity (%)
(24/07/2019 - 30/07/2019)
(%)
88 91 94 97 100

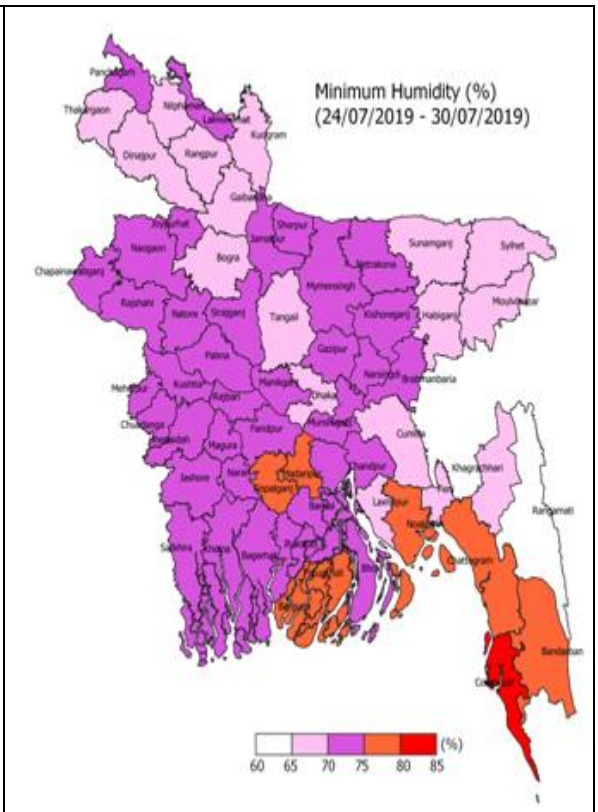
Minimum Humidity (%)
(24/07/2019 - 30/07/2019)
(%)
60 65 70 75 80 85

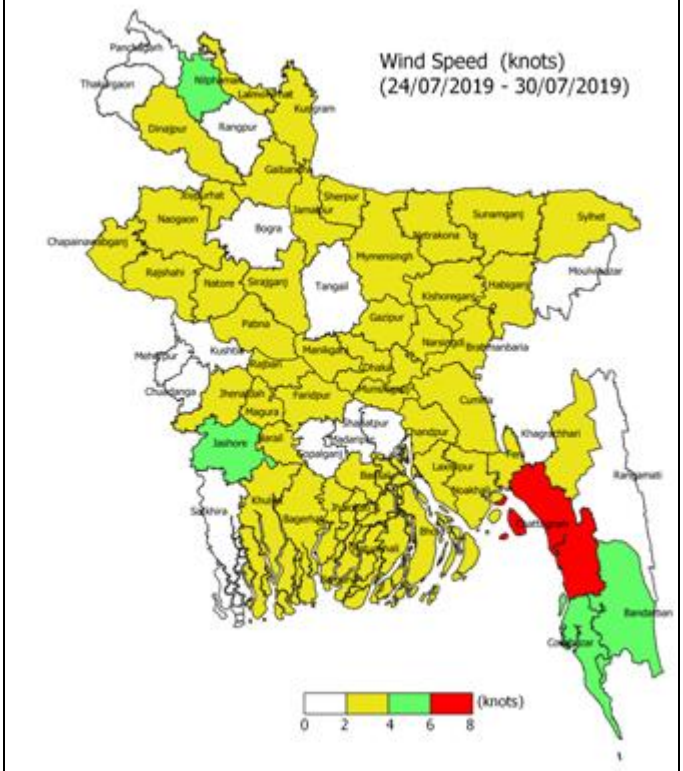
Wind Speed (knots)
(24/07/2019 - 30/07/2019)
(knots)
0 2 4 6 8

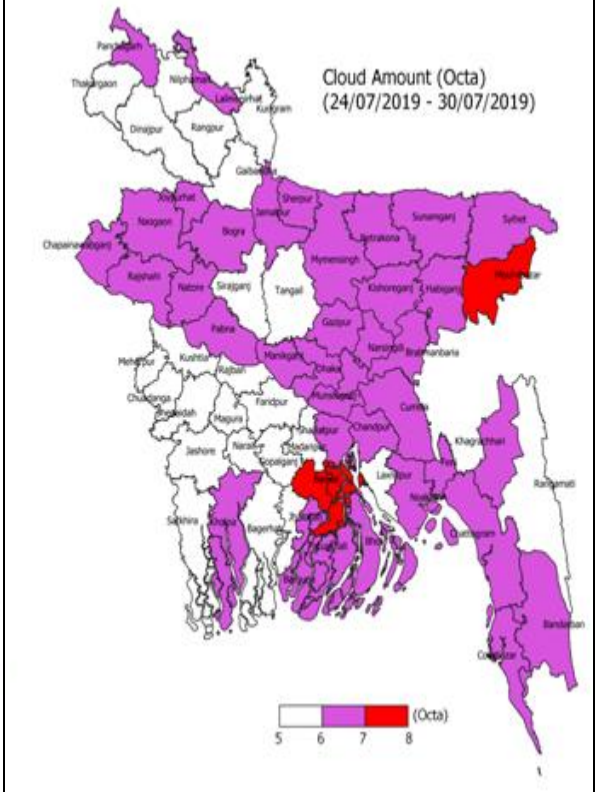
Cloud Amount (Octa)
(24/07/2019 - 30/07/2019)
(Octa)
5 6 7 8

আবহাওয়া পূর্বাভাস

আবহাওয়া পূর্বাভাস (২২/০৭/২০১৯ হতে ৩১/০৭/২০১৯ তারিখ পর্যন্ত):

এ সপ্তাহে দৈনিক উজ্জ্বল সূর্য কিরণ কাল ৫.০০ থেকে ৬.০০ ঘন্টার মধ্যে থাকতে পারে ।
আগামী সপ্তাহের বাষ্পীভবনের দৈনিক গড় ৩.০০ মিঃ মিঃ থেকে ৪.০০ মিঃ মিঃ থাকতে পারে।

- এ সময়ে সিলেট, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, রংপুর, বরিশাল ও ঢাকা বিভাগের অনেক স্থানে এবং খুলনা ও রাজশাহী বিভাগের কিছু কিছু স্থানে হালকা (০৪-১১ মি. মি./প্রতিদিন) থেকে মাঝারি (১১-২২ মি. মি./প্রতিদিন) ধরণের বৃষ্টি/ বজ্রবৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরণের ভারী (২৩-৪৩ মি. মি./প্রতিদিন) হতে ভারী (৪৪-৮৮ মি. মি./প্রতিদিন) বর্ষণ হতে পারে।
- এ সময়ে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বাড়তে পারে।
- এ সময়ে সারাদেশের দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে।

আগামী ৫ দিনের জেলাওয়ারী পরিমানগত আবহাওয়া পূর্বাভাস (৩১ জুলাই হতে ০৪ আগষ্ট পর্যন্ত)

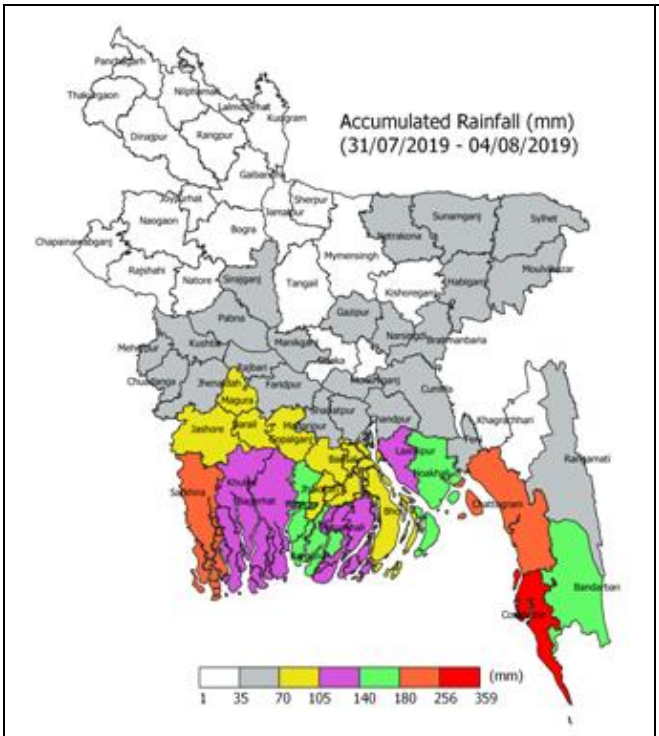

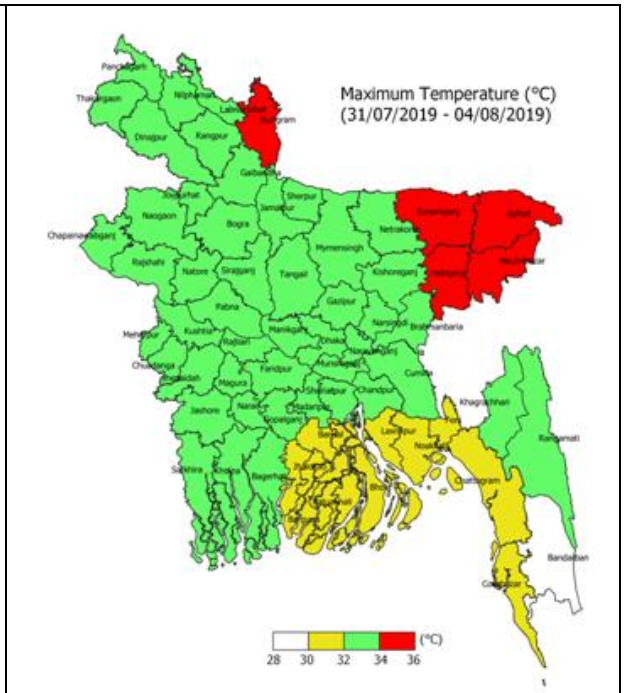

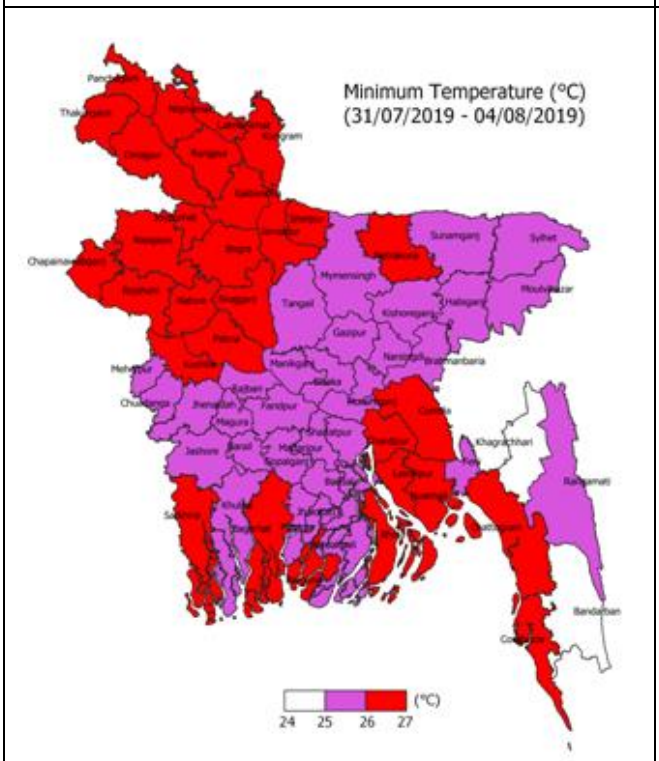

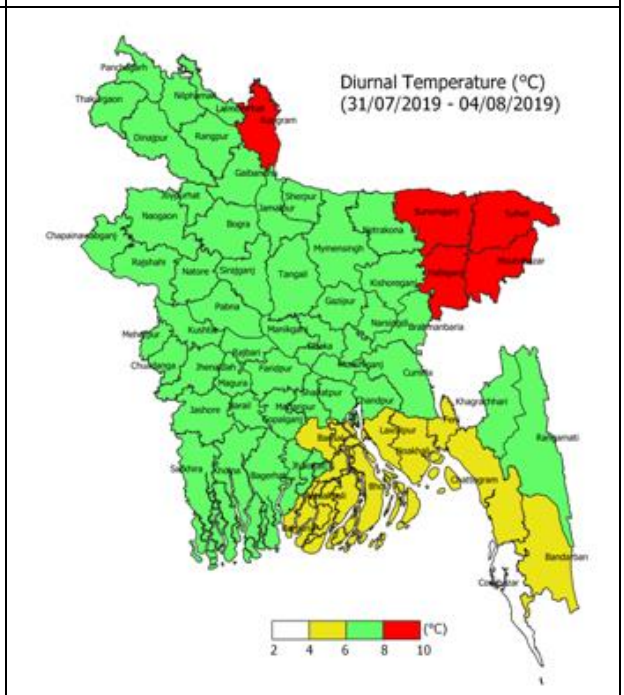

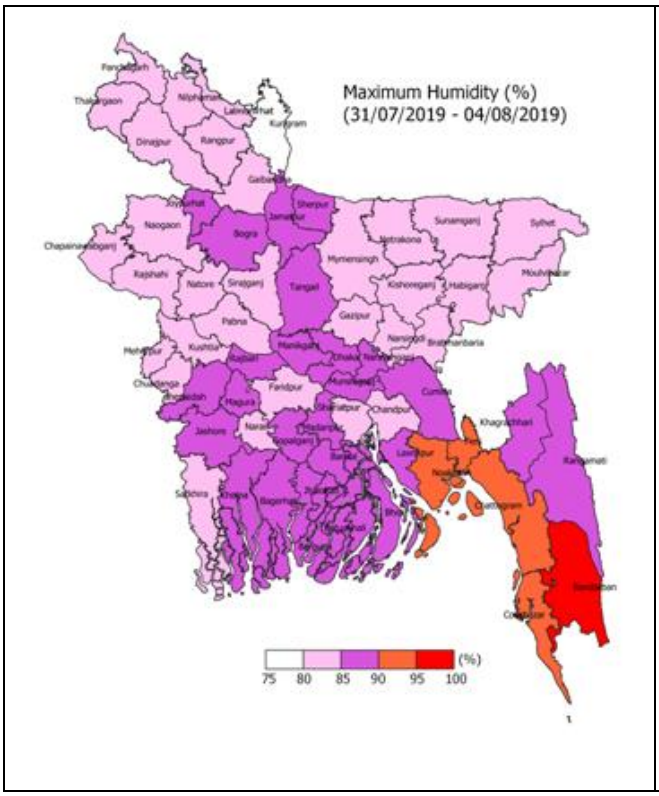
Maximum Humidity (%)
(31/07/2019 - 04/08/2019)
(%)
75 80 85 90 95 100

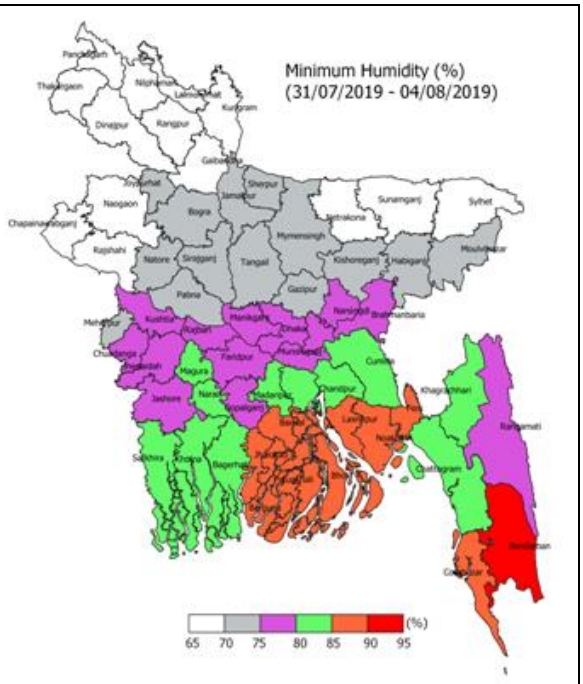
Minimum Humidity (%)
(31/07/2019 - 04/08/2019)
(%)
65 70 75 80 85 90 95

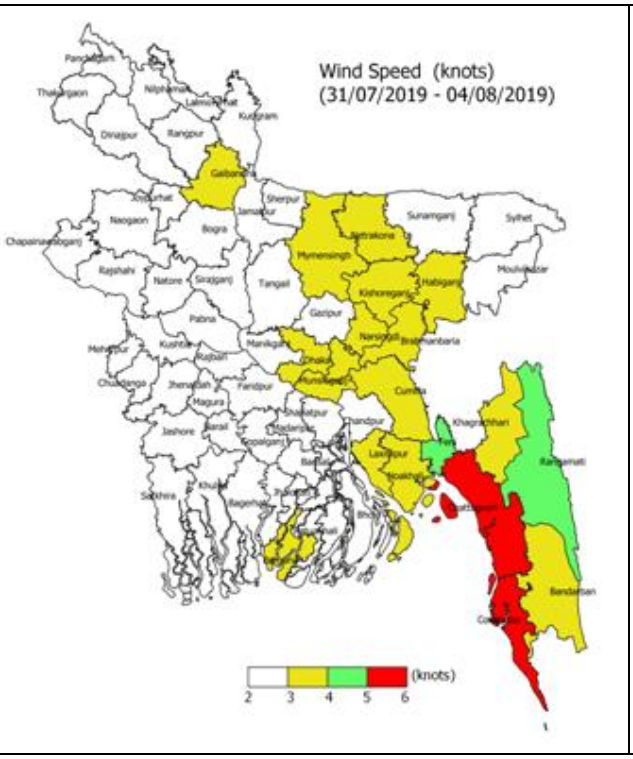
Wind Speed (knots)
(31/07/2019 - 04/08/2019)
(knots)
2 3 4 5 6

বাংলাদেশের উপর বিভিন্ন উপগ্রহ **থেকে প্রাপ্ত তথ্য:**

NOAA/VIIRS BLENDED NDVI composite for the week number No. 29 (14 July -20 July) over Agricultural regions of Bangladesh

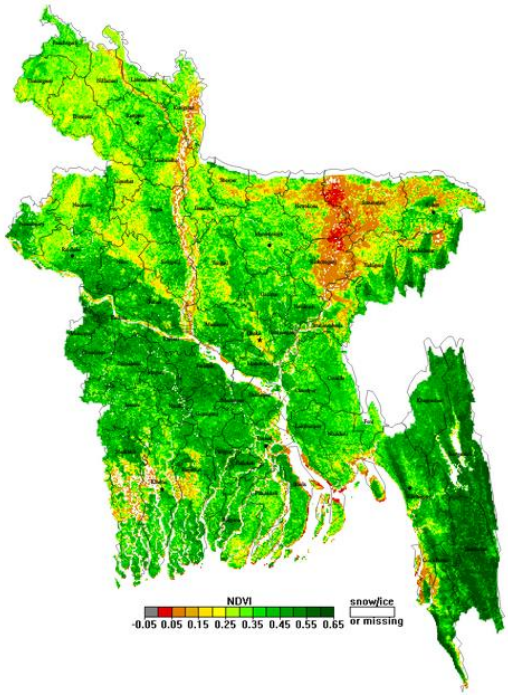

NOAA/ AVHRR BLENDED VCI composite for the week number No. 29 (14 July -20 July) over Agricultural regions of Bangladesh

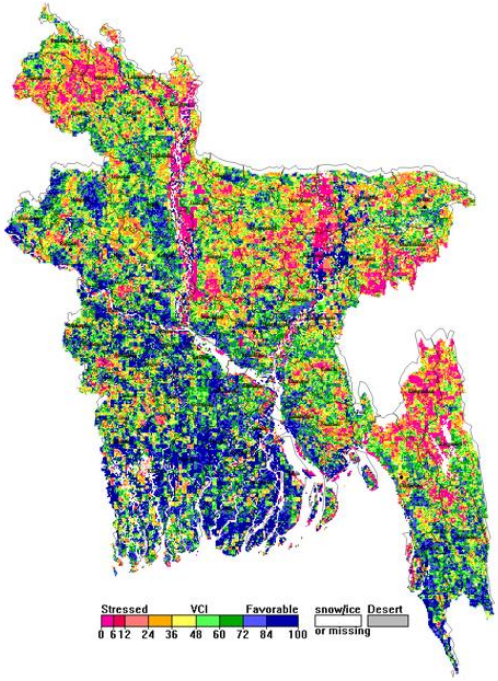

NOAA/ AVHRR BLENDED TCI composite for the week number No. 29 (14 July -20 July) over Agricultural regions of Bangladesh

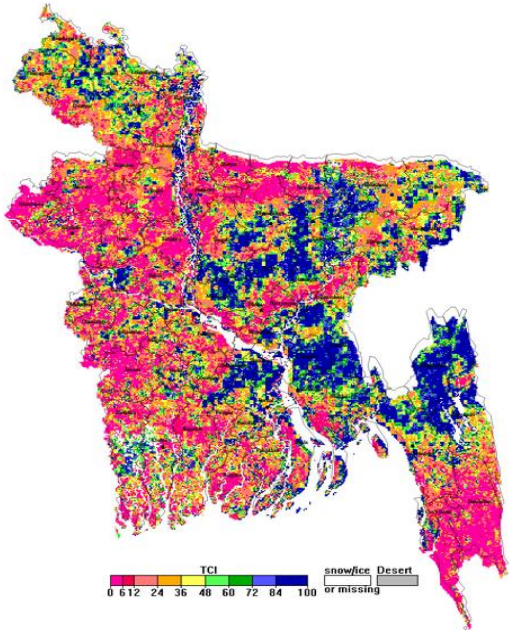

NOAA/ AVHRR BLENDED VHI composite for the week number No. 29 (14 July -20 July) over Agricultural regions of Bangladesh

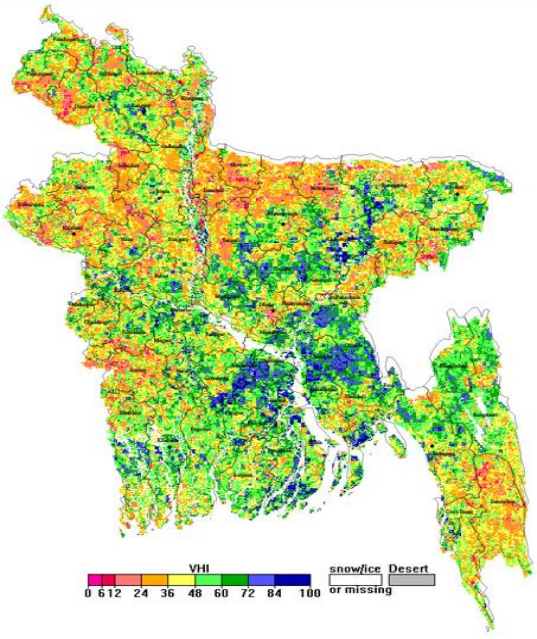

Monitoring Meteorological Drought in Bangladesh using Standardized Precipitation Index (SPI)

গত তিন মাসে ও মে মাসে বাংলাদেশের উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম জেলাগুলো স্বাভাবিক অবস্থা বিদ্যমান ছিল। অপর পক্ষে, দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব, ও দক্ষিণ-পশ্চিম, জেলাগুলো শুষ্ক অবস্থায় ছিল।

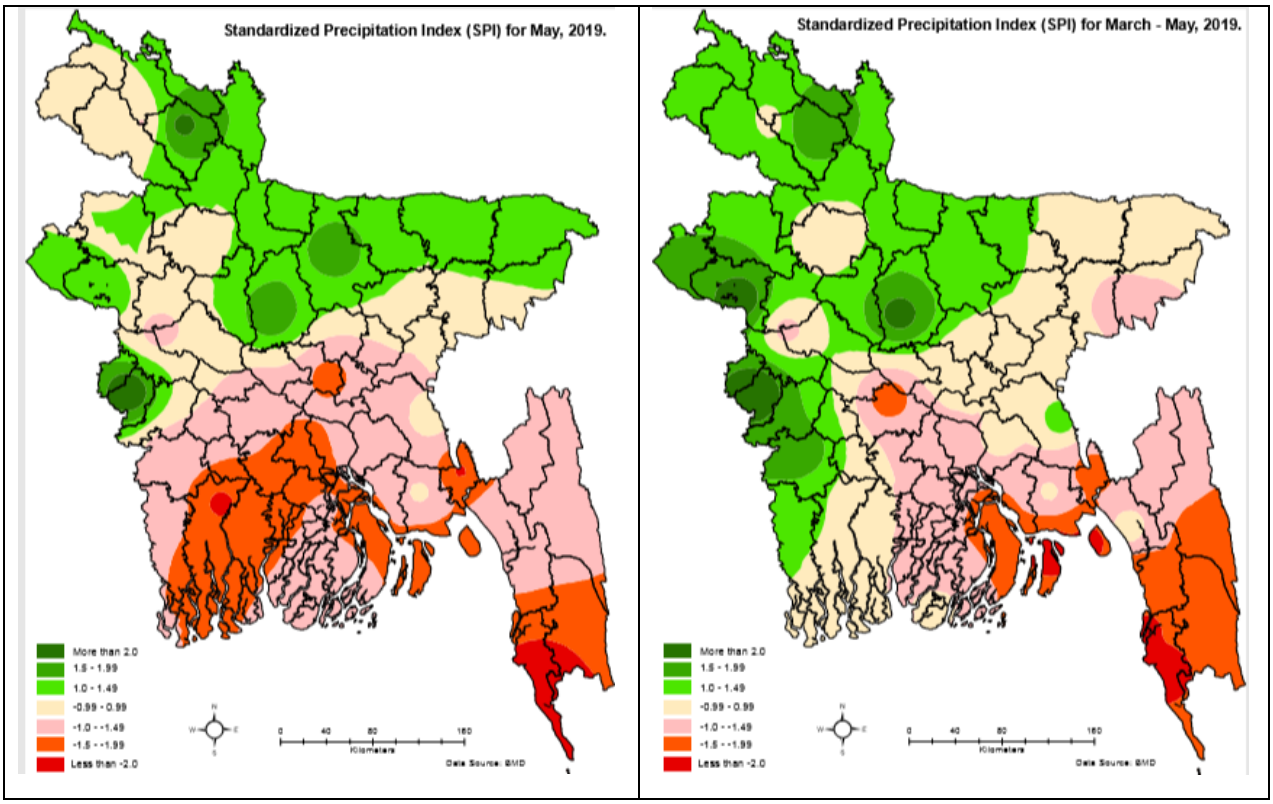

Source: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর

হাওর অঞ্চলে ফ্ল্যাশ ফ্লাড মনিটরিং (উ: বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড)

৩১ জুলাই ২০১৯ তারিখে নদীর অবস্থা

এক নজরে নদ-নদীর পরিস্থিতি

- গঙ্গা ব্যতীত দেশের সকল প্রধান নদ-নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে যা আগামী ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে। গঙ্গা নদীর পানি সমতল আগামী ২৪ ঘণ্টায় স্থিতিশীল থাকতে পারে।

নদ-নদীর অবস্থা (আজ সকাল ০৯:০০ টা পর্যন্ত)

পর্যবেক্ষণাধীন পানি সমতল স্টেশন	৯৩	বিগত ২৪ ঘন্টায় পানি সমতল অপরিবর্তিত	০২
বিগত ২৪ ঘন্টায় পানি সমতল বৃদ্ধি	২২	মোট তথ্য পাওয়া যায়নি	০০
বিগত ২৪ ঘন্টায় পানি সমতল হ্রাস	৬৯	**বিপদসীমার উপরে**	**০৪**